শনিবার ২৪ জুলাই ১৯৯৯ প্রথম আলো

প্রথম বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড

দেরিতে হলেও বাজারের জন্য সুসংবাদ

মঈন আল কাশেম

গত সপ্তাহে স্থানীয় কয়েকটি দৈনিকে খবর বেরিয়েছে যে আগামী মাসেই দেশের প্রথম বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে আসছে। মিউচুয়াল ফান্ডটির নাম দেয়া হয়েছে দি এইমস্ ফার্স্ট গ্যারান্টিড মিউচুয়াল ফান্ড। ফান্ড ম্যানেজার হচ্ছে অ্যাসেট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (এইমস্) অব বাংলাদেশ। ফান্ডের মোট টাকার পরিমাণ হবে ৫ কোটি টাকা।

খবরটি দেশের শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট সবার জন্য আনন্দদায়ক এবং আশাপ্রদ হলেও শেয়ারবাজারের দন্ডমুন্ডের কর্তা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)-এর জন্য ছিল বড় স্বস্তিদায়ক খবর। কেননা বেসরকারী খাতে মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ার জন্য আইন - সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) প্রবিধানমালা - প্রণীত হয়েছে ১৯৯৭ সালের মে মাসে। তারপর দু' বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড ছাড়ার কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। এ নিয়ে এসইসি বেশ অস্বস্থিতে ছিল। এইমস্-এর উদ্যোগ এসইসির মুখরক্ষায় যে সাহায্য করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দু' বছর পরে হোক, ফান্ডের সাফল্যের সম্ভাবনা যাই হোক, একটি বেসরকারী উদ্যোগ যে এ খাতে এসেছে এটাই যথেষ্ঠ।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এইমস্‌কে এ পর্যন্ত আসতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। আমাদের দেশের মিউচুয়াল ফান্ডের আইনী কাঠামোটাই এমন যে একটি মিউচুয়াল ফান্ডের সঙ্গে চারটি পক্ষ জড়িত থাকে। ফান্ডটি ছাড়বে কোনো বেসরকারী উদ্যোক্তাগোষ্ঠী, ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে ট্রাস্টি, ফান্ডের স্কীম রচনা ও পরিচালনা করবে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি এবং ফান্ডের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে কাস্টোডিয়ান। এ চার পক্ষকে এক জায়গায়, এক উদ্দেশ্যে একত্র করবে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। আসলে ফান্ডের জন্মদাতা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি। এরাই প্রথম একটি ফান্ডের স্কীম রচনা করে। তারপর স্কীমের লাভ-ক্ষতি, মেয়াদকাল ইত্যাদি নানা বিষয় উল্লেখ করে উদ্যোক্তা খুঁজতে থাকে, যারা ফান্ডের পুরো টাকার কমপক্ষে ৪০% দেয়ার ক্ষমতা রাখে বা দিতে ইচ্ছুক। উদ্যোক্তা খুঁজে পেলে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি তখন উদ্যোক্তাদের দ্বারা নিজেদের নিয়োগ আদায় করে নেয়। তারপর ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান নিয়োগের পালা। এ ব্যাপারেও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির বড় ভূমিকা পালন করতে হয়। এরপর সবকিছু গুছিয়ে এসইসি-এর অনুমতি সাপেক্ষে ফান্ডের প্রসপেক্টাস বাজারে ছাড়তে হয়। আর প্রসপেক্টাস রচনায় যে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির ভূমিকাই প্রধান তা বলা বাহুল্য। এ বিশাল প্রক্রিয়ার কথা হয়ত্ কয়েক লাইনে লিখে দেয়া যায় কিন্তু বাস্তবে এই পুরো চক্র সম্পূর্ন করা বেশ পরিশ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। এইমস্ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চক্র সম্পূর্ন করার শেষ পর্যায়ে আছে। তারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

যদিও তাদের ফান্ডের ক্যাপিটেল গ্যারান্টি বিষয়টি সম্পর্কে পুরো নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। আগেও বলা হয়েছে এইমস্ তাদের ফান্ডের নাম রেখেছে দি এইমস্ ফার্স্ট গ্যারান্টিড মিউচুয়াল ফান্ড। নামের মধ্যে গ্যারান্টি শব্দটি আনায় বোঝা যাচ্ছে এইমস্ এ বিষয়টির উপর বেশ জোর দিচ্ছে। অর্থাৎ ক্যাপিটেল গ্যারান্টির বিষয়টি এইমস্-এর মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির একটি অংশ। অংশ না বলে বলা উচিৎ প্রধান অংশ।

কিন্তু বাস্তবে কী ঘটবে? এইমস্ ফান্ডের পাঁচ বছর মেয়াদকালে কোনো লাভ না দিতে পারলে মেয়াদ শেষে কমপক্ষে কত টাকা ফেরত দিবে? ২৫০০ টাকার এক মার্কেট লটে পাঁচ বছর পরে ২৫০০ টাকাই ফেরত পাওয়া যাবে? কিন্তু আজকের ২৫০০ টাকা ও পাঁচ বছর পরের ২৫০০ টাকা তো এক সমান নয়। এ বিষয়টি কি প্রসপেক্টাসে বিশদভাবে উল্লেখ থাকবে? আমি জানি এসব প্রশ্ন খুব আগেভাগে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যেন প্রতারিত না হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

ফান্ডের ডিটেইলস্ নিয়ে আলোচনার সময় এখনও আসেনি। বরং প্রথম বেসরকারী মিউচুয়াল ফান্ড ছেড়ে এইমস্ যে ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সে ইস্যুটাই বড়। এখন কি আশা করা যায় যে খুব শিগ্গিরই আরও নতুন নতুন ফান্ড নিয়ে নতুন নতুন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বাজারে আসবে? এ বিষয়ে কথা বলার আগে অন্য আর একটি ব্যাপারে মাথা ঘামানো যাক।

ফান্ড ছাড়ার পেছনে এত কাঠ-খড় পুড়িয়ে এইমস্-এর কী লাভ হচ্ছে? অর্থাৎ তাদের আয় কত হচ্ছে?

এইমস্ তার আয় নিজে নির্ধারণ করতে পারবে না। মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত আইন - সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী এইমস্ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ও উপদেষ্টা ফি হিসেবে স্কীমের হিসাব বৎসরের গড়পড়তা সাপ্তাহিক নীট সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ আদায় করতে পারবে। ধরা যাক ফান্ডের নীট সম্পদ ৫ কোটি টাকাই থাকল। তাহলে প্রতি বছর এইমস্-এর আয় হবে ১২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। তারপর পরিচালনা খরচ বাদ দিয়ে নীট কত মুনাফা থাকবে সেটা নির্ভর করছে এইমস্-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর।

এ ধরণের আয়-সম্ভাবতা আরও নতুন কোনো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে আকৃষ্ট করবে কিনা তা এখনই নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।